তারিখ ... ৪/১১/২০০০
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ৪

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১৪ বছর আগের সিনেট নির্বাচন করবে ভিসি প্যানেল!

হামিদ উল্লাহ, *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে*

১৪ বছরের পুরনো সিনেটের ওপর ভর করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্যানেল নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। চবি শিক্ষক সমিতি এ রকম সম্ভাব্য কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছে। আগামী ৫ নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর আবদুল মান্নানের ৪ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হচ্ছে। ১৯৯৪ সালের ৩ ডিসেম্বর থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ওপর হাইকোর্টের রুলনিশি জারি থাকায় দীর্ঘ ৬ বছর কোন সিনেট অধিবেশন হয়নি। প্রফেসর আবদুল মান্নান চ্যান্সেলর কর্তৃক ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকতার পাশাপাশি উপাচার্য হিসাবে অতিরিক্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সিনেট নির্বাচিত হয় ১৯৮৬ সালে। প্রায় ১৪ বছর আগে নির্বাচিত এ সিনেটে শিক্ষক প্রতিনিধি রয়েছেন ৩৩ জন, রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট ২৫ জন এবং ২০ জন সরকারি কর্মকর্তা। সিনেট সদস্যের অনেকেই ইতিমধ্যে মারা গেছেন। কেউ কেউ ডেপুটেশনে অন্যত্র চলে গেছেন। জানা গেছে, সিনেটের ৭৮ জন সদস্যের মধ্যে প্রায় ৩০ জনই বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত।

১৯৯৩ সালের ৩ ডিসেম্বর তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর রফিকুল ইসলাম চৌধুরীর নির্ধারিত ৪ বছরের মেয়াদ শেষে নতুন উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের প্রয়োজন হয়। এজন্য নতুন সিনেট গঠনের লক্ষ্যে নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হয়। অগ্রিম ভোট দেয়ার রেওয়াজ থাকায় অনেক ভোটার ভোটও দেন। কিন্তু আরবি বিভাগের এক শিক্ষককে সিনেটের ভোটার না করায় বনবিদ্যা ইন্সটিটিউটের শিক্ষক প্রফেসর মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন সিনেটের ওপর স্থগিতাদেশের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করেন। এ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ ১৯৯৪

চট্টগ্রাম : পৃষ্ঠা ২ : কলাম : ৪

না।

চট্টগ্রাম : বিশ্ববিদ্যালয়

(পৃষ্ঠা ৩-এর পর)

সালের ৩ ডিসেম্বর চবি সিনেটের ওপর রুলনিশি জারি করেন। ফলে এতদিন সিনেটের কোন অধিবেশন বসা সম্ভব হয়নি। গত সপ্তাহে হাইকোর্ট সে আদেশ প্রত্যাহার করেন।

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে এ সিনেটের মাধ্যমে নতুন উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন মহল মিশ্রপ্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি বলে পরিচিত গোলাপি প্যানেল থেকে নির্বাচিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতিও এ ধরনের সম্ভাব্য কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছে। সমিতির একাধিক সদস্য বলেছেন, এটা কোন ভাল দৃষ্টান্ত হবে না, এ সিদ্ধান্ত হবে আত্মঘাতী।

অপরদিকে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী সাদা প্যানেল থেকে নির্বাচিত সিন্ডিকেট ও সিনেট সদস্য প্রফেসর আ ন ম মুনির আহমদও বলেছেন, কর্তৃপক্ষের এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত হবে না।